ফলো করুন শেয়ার করুন

বিশ্ব

বাংলাদেশ সীমান্তের কাছে মিয়ানমার বাহিনীর দুই চৌকি আরাকান আর্মির দখলে

লেখা : ইরাবতী

আরাকান আর্মির সঙ্গে লড়াইয়ে টিকতে না পেরে পালিয়ে বাংলাদেশে এসে আশ্রয় নিয়েছেন মিয়ানমারের সেনা ও বর্ডার গার্ড পুলিশের সদস্যরা *ফাইল ছবি*

ফলো করুন শেয়ার করুন

ঘোষণা দিয়েছেন।

আরাকান আর্মি গত রোববার একযোগে বিজিপির তাউং পিও (বাম) চৌকি এবং তাউং পিও (ডান) সেনা ঘাঁটিতে হামলা চালায়। ওই দিনই সেনা ঘাঁটিটি দখলে নেয় তারা। এর পর থেকে লড়াইয়ে টিকতে না পেরে তিন শতাধিক মিয়ানমারের সেনাসদস্য ও বিজিপি পালিয়ে বাংলাদেশে এসে আশ্রয় নিয়েছেন।

এদিকে মঙ্গলবার রাখাইন রাজ্যের আরও বেশ কয়েকটি শহর—ম্রাউক-উ, কিয়াউকতাও, রামরি, আন ও মিবোন শহরে জান্তা বাহিনীর সঙ্গে আরাকান আর্মির লড়াই চলেছে। ১০ দিনের মধ্যে রাখাইনের উত্তরাঞ্চলে জান্তা বাহিনীর আরও দুটি ঘাঁটি নিয়ন্ত্রণে নিয়েছেন আরাকান আর্মির যোদ্ধারা।

মিয়ানমারের জান্তা সরকারকে উৎখাতে দেশটির বিভিন্ন জাতিগত সশস্ত্র গোষ্ঠী লড়াই করছে। তারা ভ্রাতৃত্ব জোট (ব্রাদারহুড অ্যালায়েন্স) গড়ে তুলেছে। এই জোটের অন্যতম সদস্য আরাকান আর্মি। গত বছর ২৭ অক্টোবর উত্তরাঞ্চলীয় শান রাজ্যে জান্তাবিরোধী বিশেষ অভিযান ১০২৭ শুরু করে তারা। এই রাজ্যের ২০টি শহর এবং চীনের সঙ্গে বাণিজ্যের গুরুত্বপূর্ণ পথসহ রাজ্যটির বেশির ভাগ এলাকা নিয়ন্ত্রণে নিয়েছে এই বিদ্রোহীরা।

চীনের মধ্যস্থতায় মিয়ানমার সরকারের সঙ্গে যুদ্ধবিরতি চুক্তি হওয়ার পর জানুয়ারির দ্বিতীয় সপ্তাহে শান রাজ্যে আক্রমণ বন্ধ রেখেছিলেন বিদ্রোহীরা। তবে ১০২৭ অভিযানের অংশ হিসেবে ১৩ নভেম্বর থেকে রাখাইন রাজ্য ও পাশের চিন রাজ্যের পালেতাওয়া শহরে বড় মাত্রায় আক্রণ চালিয়ে আসছে আরাকান আর্মি।

এই লড়াইয়ে আরাকান আর্মি এখন পর্যন্ত জান্তা বাহিনীর ১৭০টি চৌকি এবং ৩টি শহর দখলে নিয়েছে। তাদের নিয়ন্ত্রণে যাওয়া শহরগুলো হলো রাখাইনের মিনবিয়া ও পাউকতাও এবং চিন রাজ্যের দক্ষিণাঞ্চলীয় বন্দরনগরী পালেতাও।

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন

prothomalo.com

ফলো করুন শেয়ার করুন